২৮। ব্যাজস্তুতি

নিন্দা বা **স্তুতির** দ্বারা ব্যঞ্জনায় **যথাক্রমে** যদি **স্তুতি** বা **নিন্দা** বোঝা যায়, তাহ'লে হয় **ব্যাজস্তুতি অলঙ্কার**।

এ অলঙ্কারে বর্ণনাটি আপাততঃ নিন্দা বা স্তুতি ব'লে প্রতীয়মান হয়; কিন্তু অর্থবোধে তা স্তুতি বা নিন্দায় পর্য্যবসিত হয়। সোজা কথায়, এতে নিন্দার ছলে প্রশংসা বা প্রশংসার ছলে নিন্দা বোঝায়। Irony-এর সঙ্গে এর (স্তুতিচ্ছলে নিন্দার) কতকটা মিল আছে। 'কতকটা' বললাম এই কারণে যে Irony-তে বক্তার কণ্ঠধ্বনিতে, বাচনভঙ্গীতে এমন কিছু একটা থাকে, যাতে তার উদ্দেশ্যটি আরও ঝাঁঝালো (Pungent) হ'য়ে ওঠে। এই ক্রূর ভাবটি ব্যাজস্তুতিতে দেখা যায় না। ('Irony' দ্রষ্টব্য)।

(i) "জনম হে তব অতিবিপুলে, ভুবনবিদিত অজের কুলে।
জনকতনয়া বিবাহ করি' ভাসালে তাহাতে যশের তরি॥"

—রামচন্দ্রের প্রতি উক্তি। ভুবনে সকলেরই জানা ছাগ (অজ)-বংশে তোমার জন্ম, খুব বড়ো বংশেরই সন্তান তুমি! সহোদরা ভগিনীকে (জনকতনয়া —পিতার কন্যা) বিবাহ ক'রে একটা কীর্ত্তি রাখলে!—এই নিন্দার্থই আপাততঃ প্রতীয়মান। কিন্তু, ভুবনবিদিত মহৎ অজ (দশরথের পিতা)-বংশে তোমার জন্ম, হরধনু ভঙ্গ ক'রে পত্নীরূপে সীতাকে (জনকতনয়া=মিথিলাপতি জনকের কন্যা) লাভ ক'রে তুমি অতুল কীর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করেছ—এই প্রশংসার্থে এর পর্য্যবসান। এ উদাহরণটি শ্লেষগর্ভ।

(ii) "অতি বড় বৃদ্ধ পতি সিদ্ধিতে নিপুণ..." ব্যাজস্তুতির একটি চমৎকার উদাহরণ। ('অভঙ্গশ্লেষ' দ্রষ্টব্য।)

[এই প্রসঙ্গে একটা কথা ব'লে রাখি: অনেকে, "সভাজন গুন জামাতার গুণ বয়সে বাপের বড়; কোন গুণ নাই, যেথা সেথা ঠাঁই, সিদ্ধিতে নিপুণ দড়" এটিকে ব্যাজস্তুতির উদাহরণরূপে ধরেছেন। **ব্যাজস্তুতি অলঙ্কার-সৃষ্টি**

Scanned with CamScanner

স্রষ্টার ইচ্ছাকৃত। কিন্তু ভারতচন্দ্রের 'সভাজন শুন' ইত্যাদি দক্ষরাজার ইচ্ছাকৃত শিবনিন্দা, এর মধ্যে ব্যাজ নাই।]

(iii) "কি সুন্দর মালা আজি পরিয়াছ গলে,
প্রচেতঃ!" —মধুসূদন।

—এটি প্রশংসার ছলে নিন্দার উদাহরণ। রামচন্দ্র সমুদ্রে সেতুবন্ধন করেছেন। বন্ধনহীন মহাসিন্ধু আজ বন্দী হয়েছে। সেতুকে 'সুন্দর মালা' বলায় যে স্তুতি ব্যক্ত হয়েছে ব্যঞ্জনায় তা বন্ধনার্থক নিন্দা। (রাবণ তীক্ষ্ণ বাক্যবাণে সিন্ধুকে বিদ্ধ করে অপমানিত করতে চান নাই। এখানে তাঁর ক্রূরতার চেয়ে অভিমানই বেশী প্রকাশ পেয়েছে। লক্ষণীয়ঃ "এই কি সাজে তোমারে অলঙ্ঘ্য, অজেয় তুমি? এই কি হে তোমার ভূষণ, রত্নাকর!" রত্নাকরের মর্যাদা এখানে বিধ্বস্ত করা হয় নাই। এইজাতীয় উদাহরণে Irony হয় না।)

এইটির অনুরূপ একটি সংস্কৃত উদাহরণের অনুবাদ করে দিলাম:

(iv) 'রঘুবংশ-অবতংস, যা করেছ যোগ্য সে তোমার—
নিরন্তর সাধুব্রত যুগে যুগে রয়েছে প্রচার;
বিনা অপরাধে মোরে মিত্রহিতে করিলে সংহার,
ভগবান্, এর চেয়ে মহনীয় কিবা আছে আর?'
—রামচন্দ্রের প্রতি মুমূর্ষু বালীর উক্তি। মিত্র সুগ্রীব।